# ~~ভালোবাসা~~ যিনা কারে কয়

লেখক

জাকারিয়া মাসুদ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
চিন্তার ফেরিওয়ালা

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# শুরুর কথা

২০০৪ সালের কথা। তখন আমি ক্লাস ফোরের ছাত্র। ওই সময় দেখতাম, কোনো ঘরের ছেলে বা মেয়ে যদি পালিয়ে বিয়ে করত, তাহলে তাদের পরিবার লোক-লজ্জায় গা ঢাকা দিত। কোনো কোনো গ্রাম তো আরও বেশি সতর্ক ছিল। তারা এই ধরনের পরিবারগুলোকে সমাজচ্যুত করে দিত। কারণ, বিয়ে-বহির্ভূত প্রেমকে তারা দেখত গর্হিত অপরাধ হিসেবে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর রাত্রিযাপন তো আরও জঘন্য কাজ বলে বিবেচিত হতো। যারা এটা করত, তাদের পরিবার-সুদ্ধ আইসোলেট করে রাখা হতো। যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো ঘরের ছেলে বা মেয়ে এই ধরনের কাজ করার দুঃসাহস না দেখায়।

সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলে সচরাচর কেউ তখন প্রেম করত না। করলেও অনেক লুকোছাপা বজায় রাখত। তখনকার দিনের মুরুব্বিরা বিষয়টাকে খুবই সেনসেটিভ হিসেবে দেখতেন। হারাম রিলেশনে কেউ জড়ালে যথাযথ ব্যবস্থাও নিতেন। এমনকি পরপুরুষের সাথে তোলা কোনো ছবি পেলে পিতামাতা ঠ্যাঙানি দিতেন মেয়েদের। এইটা আজ থেকে বিশ বছর আগেকার প্রেক্ষাপট। কিন্তু বর্তমান জামানা পুরোই বদলে গেছে।

**এই কয়েক বছরে হারাম রিলেশন এতটাই সহজ হয়ে গিয়েছে যে, এখন বাবা তার ছেলেকে পুত্রবধূ খোঁজার নিয়তে প্রেমের ছাড়পত্র দিয়ে রাখে। মডার্ন অভিভাবকরা চায়, বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া তৈরি হোক। আর প্রেমিকা যদি সুন্দরী হয়, তবে তো সাত খুন মাফ। রিলেশন বজায় রাখতে সাপোর্ট দিয়ে যায় পুরো পরিবার। মেয়ের মায়েরা আরও এককাঠি সরেস। তারা বলে দেয়—'যদি ধরতেই হয়, তবে বড়টাকে ধরবি।'** অর্থাৎ কারও সাথে যদি রিলেশনে যেতেই হয়, তবে বেছে বেছে টাকাওয়ালা ছেলেকে পটাবি!

হারাম রিলেশনকে শয়তান এবং তার দোসররা একদম সহজলভ্য করে ফেলেছে। যে-ব্যাপারগুলোকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী সময়ে কোনো পরিবার ঘৃণিত বলে বিবেচিত হতো, এখন সেগুলোই হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ট্রেন্ড। বেহায়াপনা এখন কোল্ড-ড্রিংস গেলার চাইতেও সহজ কাজ। আমাদের সামনেই বেগানা নারী-পুরুষ চুটিয়ে প্রেম করছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, পার্কের ঝোপঝাড়ে, রাস্তার দু-ধারে বসে তারা প্রেমগল্প জমাচ্ছে। ক্যাম্পাসে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। পরস্পর চ্যাটিং করছে নিশুতি রাতে। ভিডিও কলে অনেকেই আবার ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে নিজের গোপনাঙ্গ

দেখিয়ে! 'দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়'—এই কালচার পূরণ করতে অনেকেই ছুটে যাচ্ছে লিটনের ফ্ল্যাটে!

যে-হারে হারাম রিলেশন বাড়ছে, তা সত্যিই টনক নড়িয়ে দেবার মতো। ICDDRB এবং BRAC একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে, **৫০% যুবক-যুবতী এখন বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত।** আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৯০% শহুরে এবং ৪৪% গ্রামীণ তরুণ-তরুণী হারাম যৌন-সম্পর্ক গড়ে তুলছে।[১] ব্যাপারটা কি এলার্মিং না?

এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব দ্রুত ইন্টারনেট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। অনেকেই বিটিএস-এর ফ্যান। ফেইসবুকে বিভিন্ন গ্রুপও আছে 'বিটিএস আর্মি' নামে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এখানে বেশিরভাগ সদস্যই নারী। প্রায়শই দেখবেন খবরে হেডিং আসছে—'বিটিএস এর সাথে দেখা করতে ঘর ছাড়লেন তরুণী'।[২] যুবক-যুবতীরা এখন খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়ে পড়ছে পশ্চিমা কালচার দ্বারা। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া স্টুডেন্টসরা এখন ফাসিক স্টারদের ফ্যান। এরা দু-চারটা সূরাও ঠিকমতো বলতে পারবে না। অথচ তাদের প্রিয় সেলিব্রেটির কয়টা এক্স আছে, বিয়ের আগেই তার কয়টা সন্তান হয়েছে, কোন ব্র্যান্ডের কাপড় সে পরে—সব একেবারে ঠুঁটস্থ করে ফেলেছে।

মিডিয়ার ফাসিক সেলিব্রেটিরা এখন শয়তানের দায়িত্ব পালন করছে।[৩] তাদের কাজই হলো সারাক্ষণ যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া। গান, মুভি, নাটক, শর্ট ফিল্ম সব জায়গায় যৌনতাকে প্রচার করা হয় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে। সেগুলো দেখে দেখে এখনকার জেনারেশন অভ্যস্ত। অনেক পরিবারে ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে অন্তরঙ্গ ক্লিপ দেখেন বাবা-মা'রা। আশির দশকেও এগুলো ছিল খারাপ অশ্লীল কাজ। সে-সময় কেউ হলে সিনেমা দেখতে গেলে লোকেরা তাকে খারাপ চোখে দেখত। আর এখন আইটেম সং দেখছে বাবা-মেয়ে একসাথে বসে! সন্তান তার বাবাকে হিন্দি-ইংলিশ মুভির লিংক পাঠাচ্ছে! ছিঃ! কী নির্লজ্জতা!

আমাদের মিডিয়াগুলো বড্ড সেয়ানা। দিনরাত তারা হারাম রিলেশনশিপের সবক দেয়। কিভাবে প্রেম করা যায়, অপরকে পটানো যায়—এসব টিপস তারা শেখায় হাতে-কলমে। হারাম রিলেশনকে ওরা প্রচার করে করে "কাছে আসার সাহসী গল্প" নাম দিয়ে। বিভিন্ন পত্রিকা অশ্লীল চটিগল্প নিয়ে 'ভালোবাসা সংখ্যা'

---

[১] The Price of Passion, *Daily Star,* Volume 4 62, September 9, 2005

[২] বিটিএস তারকাদের সাথে দেখা করতে ঘর ছেড়েছে ৩ স্কুলছাত্রী, বাংলা ইনসাইডার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

[৩] "...শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। **সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়,** আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার জন্যে, যা তোমরা জানো না।" [সূরা বাকারা, ২ : ১৬৮-১৬৯]

বের করে। প্রেমকে এখন মিডিয়ায় দেখানো হয় মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে। এর পেছনে দাঁড় করায় ব্যক্তিস্বাধীনতার ফিলোসফি। আর যুবক-যুবতীরা হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তাদের বয়ানের পেছনে দৌড়ায়। **যে প্রেম বিশ বছর আগেও ছিল ঘৃণিত অপরাধ, আজ সেটাই হয়ে গেছে মানবাধিকার!!!**

## প্রেম নয়, যিনা

প্রেম নিয়ে হাজারও গল্প-কবিতা-উপন্যাস-গান রচিত হয়েছে। বেশিরভাগ রচনাতেই খুব গ্লোরিফাই করা হয়েছে শব্দটাকে। প্রেমকে বানানো হয়েছে স্বর্গীয় বিষয়। ‘যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে জীবনে অমর হয়ে রয়’ কিংবা ‘পিয়ার কিয়া তো ডারনা কিয়া’—এই টাইপের কলি শুনে আমরা অভ্যস্ত। নারী-পুরুষের বিবাহ-বর্জিত প্রেমটা এখন খুব মধুর বিষয়। অনেকেই এর নাম দিয়েছে ‘পবিত্র ভালোবাসা’, ‘স্বর্গীয় অনুভূতি’, ‘মধুর মিলন’... শয়তানি আর কাকে কয়!

**ছেলে-মেয়ের অবৈধ ভালোবাসা বোঝাতে ‘প্রেম’ শব্দটা অহরহ ব্যবহৃত হয়। অথচ এটা ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই না। এটার নাম প্রেম নয়। এটাকে ভালোবাসাও কয় না। এর আসল নাম হলো ‘যিনা’। হারাম রিলেশনশিপ বা প্রেমের আসল নাম হলো ‘যিনা-ব্যভিচার’। শয়তানের প্ররোচনায় আমরা মনে করে থাকি—শুধু ফিজিক্যাল রিলেশনে জড়ালেই বুঝি যিনা হয়। না, ভুল ধারণা। লজ্জাস্থানের ব্যবহার হলো যিনার সর্বোচ্চ পর্যায়। এর বাইরেও যিনার প্রকার রয়েছে।** চোখ, কান, মুখ, হৃদয়—প্রতিটি অঙ্গের জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বিধান। নবি কারীম ﷺ বলেন,

> **“দু-চোখের ব্যভিচার হলো (হারাম দিকে) তাকানো, দু-কানের ব্যভিচার হলো (অশ্লীল জিনিস) শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (অশ্লীল) কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।”**[৪]

গাইরে মাহরামের[৫] দিকে তাকানো হলো চোখের যিনা। তাদের সাথে খোশগল্প করা হলো মুখের যিনা। তাদের স্পর্শ করা হলো হাতের যিনা। তাদের নিয়ে কল্পনায় স্বপ্ন বোনা অন্তরের যিনা। লজ্জাস্থান কেবল সঙ্গমের কাজটি করে থাকে। এর আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয় শরীরের বাদবাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সেই

---

[৪] মুসলিম, ২৬৫৭।

[৫] যাদের সাথে বিয়ে হালাল।

জন্যে ওইসব অঙ্গের জন্যেও রয়েছে আলাদা আলাদা যিনার বিধান। আজকাল এইসব যিনার পাপকে মানুষ পাপই মনে করে না। তাদের কাছে ব্যভিচারের সংজ্ঞা হলো সম্মতি ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক। এছাড়া আর কোনো কিছুকে তারা যিনা বলতে নারাজ। তাই তো যাস্ট-ফ্রেন্ড নাম দিয়ে ছেলেপেলেরা দেদারছে মাখামাখি করে বিপরীত লিঙ্গের সাথে। নারী-পুরুষ মিলে একসাথে ট্যুরে যায় দূর-দূরান্তে। রিসোর্টে একসাথে রাত কাটায় বন্ধু-বান্ধবীরা। দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডায় মেতে ওঠে সহপাঠিরা। এগুলোর সবই যিনা। এখানে ‘পবিত্র দায়িত্ব’ বা ‘পবিত্র আমানত’ বলে কিছুই নেই। বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসার সবটাই ‘অপবিত্রতা’ দিয়ে ছাওয়া।

> **“তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন।”**[৬]

আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসই অপবিত্র। এগুলোকে গ্লোরিফাই করা কোনো মুমিনের কাজ নয়।

## ধারেকাছেও যেয়ো না

আমাদের কোনো শুভানুধ্যায়ী যদি বলেন, ‘সাবধান! তুমি ওই এলাকার কাছেও যাবে না’—এর দ্বারা কী বোঝা যায়? বুঝতে হবে, ওখানে ভয়াবহ কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে, যার দরুন তিনি আমাকে সতর্ক করছেন। আমাদের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ী হলেন আল্লাহ তাআলা। প্রতিটি বান্দার ব্যাপারে তিনি কল্যাণকামী। আর সেই মেহেরবান রব আমাদের সতর্ক করে বলেছেন :

> “আর তোমরা **যিনার ধারেকাছেও যেয়ো না।** ওটা অশ্লীল কাজ এবং অতি জঘন্য পথ।”[৭]

**যিনা মানেই অশ্লীলতা। আর সকল অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।**[৮] আমাদের পালনকর্তা চান, তাঁর বান্দারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকুক। আর শয়তান আক্রমণ করে অশ্লীলতার দরজা দিয়ে। এ-কারণে তিনি বলছেন যে, তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারেকাছেও যাবে না। **যিনা করা তো দূরের কথা, কাছেও যাওয়া যাবে না। কারণ, ধারেকাছে ঘেঁষলেই**

---

[৬] সূরা আরাফ, ৫ : ১৫৭।

[৭] আল ইসরা, ১৭ : ৩২

[৮] আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।” [সূরা আনআম, ৬ : ১৫১]

**তোমরা ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।** কিন্তু আল্লাহর সেই সতর্কবাণী আমরা কানে তুলিনি। নিজেদেরকে মর্ডান প্রমাণ করার জন্যে যিনাকে আমরা এতটাই সহজলভ্য করেছি যে—এখন এটাকে গোনাহই মনে হয় না। এটা হয়ে গেছে যুবসমাজের স্বাভাবিক কালচার। তরুণ-তরুণীদের স্বাভাবিক ট্রেন্ড। কে কয়টা প্রেম করবে, সেটার টার্গেট নিয়েই মানুষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়!!! সমাজও এগুলো দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো বেহায়া যুগল রিকশার হুট তুলে চলাচল করলে, বাসে খুব ক্লোজলি বসলে, হাতে হাত রেখে রাস্তায় হাঁটলে, কিংবা অন্তরঙ্গভাবে কোথাও আলাপ করলে—আমাদের ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। আমরা যেন বিষয়টাকে সহজ দৃশ্য হিসেবে মেনে নিয়েছি। পার্কে যাব আর সেখানে অবৈধ কাপল থাকবে না, এটা তো হয় না! ছেলেমেয়ে ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দিবে, এটাই তো স্বাভাবিক!! অনেক বাবা এখন তার মেয়েকে বয়ফ্রেন্ডের হাতে সঁপে দিয়ে আসে দেখাশোনা করার জন্যে!!! এ যেন শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়ার মতো ঘটনা!

**যিনার মতো এত নিকৃষ্ট একটা অপরাধ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।** কলেজ-ভার্সিটিতে খোলামেলাভাবে চলছে যিনার আড্ডা। ছেলে-বন্ধুরা প্রকাশ্য মজলিসে তারই কোনো মেয়ে-বন্ধুর ফিগার নিয়ে বর্ণনা দিচ্ছে। কে কয়টা মেয়ের সাথে রাত কাটিয়েছে, সেটা বলে যাচ্ছে খোলাখুলিভাবে। অনেক মেয়েও আবার কয়েকগুণ এডভান্স। তারা আপডেট পর্ন শেয়ার করছে বয়ফ্রেন্ডের সাথে। পর্ন অভিনেতাদের নাম শেখাচ্ছে তার ক্লাসমেটকে। সেদিন শুনলাম অভিজাত পাড়ার মেয়েরা নাকি প্রকাশ্যে বলে—আমি এতটা ছেলেকে খাইছি! (আমি খুব দুঃখিত শব্দটার জন্যে। কিন্তু আজকাল এটাই ব্যবহৃত হচ্ছে)। প্রেমিক-প্রেমিকারা একটা প্রবাদও বানিয়ে নিয়েছে—'মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান!' শয়তানি আর কারে কয়!

**আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছিলেন, যিনার ধারেকাছেও না ঘেঁষতে। আজ যিনা করাটাই হয়ে যাচ্ছে গর্বের বিষয়! কে কতটাকে খাইতে পারছে—সেটার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতস্ততও বোধ হচ্ছে না!** এটা যেন শামসুর রাহমানের কবিতার মতো—'কী কী সহজে হয়ে গেল বলা, কাঁপলো না গলা এতটুকু, বুক চিরে বেরুলো না দীর্ঘশ্বাস...।'

## সম্মতির গুষ্টি কিলাই

অনেক মোটিভেশনাল স্পিকাররা বলে থাকে, প্রাপ্তবয়স্করা সব ব্যাপারে স্বাধীন। তারা যদি একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কার বাপের কী! সম্মতি (Consent)

থাকলে প্রেম-ভালোবাসা, এমনকি ফিজিক্যাল রিলেশনও বৈধ। এতে সমাজের আপত্তি করার কিছু নেই। যিনা-ব্যভিচারকে নর্মাল করে দিচ্ছে এসব তথাকথিত সেলিব্রেটিরা।

পশ্চিমারা আমাদেরকে ‘Consent’ নামের একটা জঘন্য শব্দ শিখিয়েছে। কনসেন্ট বলতে বোঝায় ‘সম্মতি’। তাদের ভাষ্যমতে, শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের যদি সম্মতি থাকে, তাহলে সেটা বৈধ। পশ্চিমের এই বয়ান চোখ বুঝে প্রচার করছে বাংগু পোগোতিশীলরা। তাদের কথাগুলো শুনতে খুবই মধুর লাগে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এগুলো শয়তানের শেখানো (কু) যুক্তি মাত্র। সত্যের সাথে এর কানাকড়িও সম্পর্ক নেই। **সম্মতি থাকলেই যিনা-ব্যভিচার হালাল হয়ে যায় না। কোনো হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা মানুষের নেই।** হালাল ও হারাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। এই অধিকার কোনো মাখলুককে দেওয়া হয়নি। যেসব সেলিব্রেটিরা প্রেম ও যৌনতাকে সম্মতি থাকলে ভালো বলে, তারা আসলে মিথ্যাবাদী।

> “**বলো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?**”[৯]

অনুমতি থাক বা না-থাক, বিয়ে ছাড়া একজন নারী-পুরুষ কখনোই কাছাকাছি আসতে পারবে না। **আল্লাহ তাআলা বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ককে চিরকালের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। কোনো মায়ের ব্যাটার ক্ষমতা নেই একে বৈধ সাব্যস্ত করার। এখানে কোনো যুক্তি-তর্কের অবকাশ নেই।** আল্লাহর কসম! হারামের পক্ষে পশ্চিমাদের হাজারটা থিউরি, মোটিভেশনাল স্পিকারদের হাজারটা যুক্তি—কোনোটারই বিন্দু পরিমাণ মূল্য নেই। **বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম মানেই অশ্লীলতা। এতে শতবার সম্মতি থাকলেও সেটা অপবিত্র, হারাম।**

> “বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং সর্বপ্রকার গোনাহ।”[১০]

**বেগানা নারীর সাথে প্রেম করা খুবই গর্হিত কাজ। সেটাকে আবার ভালো মনে করা তো আরও জঘন্য অপরাধ। কোনো ব্যক্তি যদি অকাট্য কোনো হারাম বিধানকে হালাল মনে করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।** পবিত্র কুরআনে এই শ্রেণীর লোকদেরকে শায়েস্তা করার কথা বলা হয়েছে :

> “আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না; আর **আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গণ্য করে না**

---

[৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৯।

[১০] সূরা আরাফ, ৭ : ৩৩।

> **এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো—যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া দেয়।”[১১]**

মুমিনের জন্যে হালাল হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। এই বাইরে পা ফেলা নিষিদ্ধ।[১২] অথচ ওরা আমাদেরকে শিখাচ্ছে—‘চুমকি চলেছে একা পথে, সঙ্গী হলে দোষ কী তাতে?’ একটা বেগানা নারীর পিছু নিলে কোনো দোষ নেই! এ কেমন সাংঘাতিক কথা! এভাবেই হারামকে নর্মালাইজড করা হচ্ছে যুগে যুগে। অথচ, ইসলামের বিধান সব যুগেই অপরিবর্তনশীল।

**পশ্চিমা বয়ানের মাধ্যমে যিনা-ব্যভিচার কখনোই পবিত্র হয়ে যাবে না। বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম চিরদিনই হারাম থেকে যাবে। ফ্রি-মিক্সিং কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।** সেটা গ্রুপ স্টাডির নামে হোক, জাস্ট ফ্রেন্ডের নামে হোক, কিংবা নিজেদের বানানো তথাকথিত ভাই-বোন সম্পর্কের মাধ্যমে হোক। **এগুলো সবই ঘৃণিত কাজ।** এরপরেও যেসব লোকেরা কনসেন্টের দোহাই দিয়ে মুসলিম-সমাজে অশ্লীলতার প্রচার ঘটাবে, তাদের শাস্তি হবে বড্ড মারাত্মক।

> **“যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”[১৩]**

## ভ্যালেন্টাইন্স ডে

কে কবে এই দিবস চালু করেছিল, তা কেউ জানে না। খোদ পশ্চিমা-বিশ্বও এটা নিয়ে পেরেশান। কোত্থেকে এলো এই জঞ্জাল? কে বানাল সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে এত রোম্যান্টিক গল্প? গবেষকরাও খুঁজে পাচ্ছে না সদুত্তর। *The New York Times* পত্রিকায় ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে’ নিয়ে একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়।[১৪] সেখান থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে শেয়ার করছি।

ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জ্যাক বি. অরুচ এই দিবসটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। ১৯৮১ সালে ‘St. Valentine, Chaucer and Spring in February’ আর্টিক্যালে তিনি বলেন—১৪ শতকের কবি Geoffrey Chaucer সর্বপ্রথম সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে লেখালেখি করেন। তার আগে ইউরোপের

---

[১১] সূরা তাওবা, ৯ : ২৯।

[১২] আল্লাহ তাআলা বলেন, “এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কোরো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারাই অবিচারী।” [সূরা বাকারা, ২ : ২২৯]

[১৩] সূরা নূর, ২৪ : ১৯।

[১৪] The Origins of Valentine’s Day: Was it a Roman Party or to Celebrate an Execution?, *The New York Times,* Feb. 14, 2023

কেউই এই ধারণার সাথে পরিচিত ছিল না। এই যাজককে কেন্দ্র করে প্রচলিত রোমান্টিক গালগল্পের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের সাথে ১৪-ই ফেব্রুয়ারির কোনো সম্পর্কও নেই।

তাহলে এই গল্প কেন বানানো হলো?

সেটার উত্তরও দিয়েছেন প্রফেসর অরুচ। ইউরোপীয়দের মনে হয়েছিল 'ভ্যালেন্টাইন' নামটি বেশ ভালো শোনায়। একটা ধর্মীয় ফ্লেবার আছে এর মধ্যে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য যেসব 'সেন্ট ডে' পালন করা হতো, সেগুলো ততটা রোম্যান্টিক না। যেমন: সেন্ট স্কলাসটিকা, সেন্ট অস্ত্রাবার্থা, সেন্ট ইউলেলিয়া ইত্যাদি। তাই নিজেদের অশ্লীল কার্যকলাপকে ধর্মীয় মোড়কে নর্মালাইজড করার জন্যে দিবসটি চালু করা হয়। এর পেছনে যুক্ত করা হয় প্রণয়ের নানান উপাখ্যান। **কিন্তু এগুলো শতভাগ বানোয়াট কাহিনি দিয়ে ভরপুর। অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত ইউসুফ-জুলেফার মিথ্যা কাহিনির মতো। প্রেমকে ধর্মীয় রূপে বৈধতা দেওয়ার জন্যেই মূলত এইসব গল্পের অবতারণা করা হয়।** ঠিক একই কাজ করেছে ইউরোপীয়রা। ২০১১ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর অরুচ আফসোস করে বলেছিলেন, '(আমার গবেষণা) কোনো পার্থক্যই তৈরি করেনি। প্রতি বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-কে নিয়ে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়, তাতে একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।'

দলিল থাক বা না-থাক, তাতে কী আসে যায়! নষ্টামি করার সুযোগ তো পাওয়া যাচ্ছে! এটাই-বা কম কিসে! গবেষকদের কথা শুনলে তো আর মজ-মাস্তি করা যাবে না! তাই নাপাক প্রেমকে সেলিব্রেট করতে মিথ্যা-জড়ানো এই দিনটিকেই পালন করে থাকে কাপলরা।

বাংলাদেশে কোত্থেকে এলো এই আবর্জনা?

সাংবাদিক শফিক রেহমান দিবসটি বাংলা মুলুকে আমদানি করেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই ভদ্রলোক ছিলেন লন্ডনে। দেশে ফিরে ১৯৯৩ সালে এই যিনা দিবসটি তিনি পালন শুরু করেন। বিলাতে দিবসটি 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নামে প্রচলিত থাকলেও আমাদের দেশে তা প্রচার করা হয় শুধু 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' নামে। পরবর্তী সময়ে এর নাম বদলে রাখা হয় 'ভালোবাসা দিবস'। অথচ সবাই জানে—এটি মোটেও 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' এর সঠিক তর্জমা নয়। ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যিনার কালচারকে সহজলভ্য করতেই এই ছলছাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয়। শফিক রেহমান বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজে বলেছেন: 'আমি বহু বছর লন্ডনে থাকার সুবাদে জানতাম, এখানে কিভাবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদ্‌যাপিত হয়। **কিন্তু বাংলাদেশে আমি এই**

**নামের পরিবর্তে ভালোবাসা দিবস দিয়েছিলাম ইচ্ছে করে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে বললে অনেকে বলবে এটা খ্রিষ্টানদের ব্যাপার, বলবে আমি এটা ধর্মীয় দিকে টেনে নিয়ে গেলাম।’**[১৫]

যে-দিবসটির কোনো অস্তিত্ব পশ্চিমা গবেষকরাও খুঁজে পাননি, সেটাকেই ঘটা করে পালন করছে বাংগু পোগোতিশীলরা! বাহ, বহুত খুব! যিনার কালচারকে সহজলভ্য করার জন্যে এখন ‘ভ্যালেন্টাইন ফিলোসফি’ দাঁড় করানো হচ্ছে। সামাজিকভাবে পালন করা হচ্ছে এই দিবসটি। এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে পহেলা ফাল্গুনকেও। একটা বাংলিশ ফ্লেবার দেওয়ার জন্যেই মূলত এই চক্রান্ত। বছরের এই দিনটিতে অনেক প্রেমিকা নিজে সঁপে দিচ্ছে প্রেমিকের বেদীতে। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে রিকশার হুট উঠিয়ে শুরু করছে যিনার কার্যক্রম। হোটেল বুকিং দিয়ে রাত-কাটানোর খবর তো আছেই! আর বছর ঘুরলেই রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে নবজাতক শিশু! শয়তান বেশ ভালোই মেহনত করেছে। শফিক রেহমান তাই অবাক হয়ে বলেছিলেন, ‘এতটা যে হবে, ভাবিনি।’[১৬]

## যিনার শাস্তি

একটা হাদিস বলি। আশা করি এতে টনক নড়বে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাওবান ؓ। নবি ﷺ একদিন বললেন, ‘আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।’

সাওবান ؓ তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিন। যাতে অজ্ঞাতসারেও আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।’ জবাবে নবি ﷺ বললেন, ‘তারা তোমাদেরই জ্ঞাতিভাই এবং তোমাদের সম্প্রদায়েরই লোক। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। **কিন্তু একান্ত গোপন অবস্থায় আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।**’[১৭]

**বান্দার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে গোপন পাপের কারণে। অথচ আজকে গোপন পাপাচারের পেছনে ‘কনসেন্ট’, ‘ভ্যালেন্টাইন’, ‘পহেলা ফাল্গুন’ ইত্যাদি নানান ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে! নিঃসন্দেহে এগুলো গর্হিত অপরাধ।** চিরদিনের জন্যে যিনা একটি মারাত্মক অপরাধ। এটা মানুষের ঈমান নড়বড়ে করে দেয়।

---

[১৫] কখনো ভাবিনি যে এই ভালোবাসা দিবস এত বড় রূপ নেবে, বিবিসি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[১৬] প্রাগুক্ত।

[১৭] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, ৫০৫।